দৈনিক খবর

তারিখ ... 18 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

21

স্কুল ছাত্রদের আন্দোলন

গত কয়েকদিন ধরে স্কুল ছাত্ররা রাজধানীতে আন্দোলন করছে দশ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার তারা বিক্ষোভ করেছে রাস্তায়। পুলিশ বাধা দিলে তারা উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করে। তাদের হাতে এই দু'দিনে শতাধিক গাড়ী ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। পথচারীদের কয়েকজন আহত হয়। ট্রাফিক ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। বেশকিছু সংখ্যক ছাত্রকে পুলিশ ধরেও নিয়ে যায়।

যতদূর জানা গেছে, পাসের নম্বর নিয়েই তাদের এ আন্দোলন। ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। এ নিয়ম অনুসারে পরীক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর এবং রচনামূলক প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে। পাস করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বরের মধ্যে পেতে হবে কমপক্ষে ২০ নম্বর। আর রচনামূলক প্রশ্নের অংশে পেতে হবে ১৬ নম্বর। ছাত্ররা বলছে, উভয় অংশের জন্য পৃথক পৃথকভাবে পাস করার শর্ত আরোপ অযৌক্তিক। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাসের নম্বর ও 'স্টার' পাওয়ার নম্বর বাড়ানোর প্রতিবাদও তারা করেছে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে। পরে অবশ্য সরকার এক প্রেসনোটে নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাসের নম্বর আগের মতই থাকবে। অর্থাৎ ৬শ' নম্বর প্রথম বিভাগের জন্য এবং সাড়ে ৪শ' নম্বর দ্বিতীয় বিভাগের জন্য। কিন্তু প্রেসনোটে 'স্টার' পাবার নম্বর সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিকে ছাত্ররা সমর্থন করে না-- তাদের দাবী থেকে এটা পরিষ্কার নয়। বরং এটাই মনে হয় যে, তারা এই ব্যবস্থাকেও মেনে নেবে যদি পাসের নম্বর এবং বিভাগ ও 'স্টার' পাওয়ার নম্বরের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীর প্রতি অনুকূল সাড়া দেন। তাছাড়া নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি দেড়/দুই বছর আগে চালু করে এখন তা হঠাৎ পরিবর্তন করাটা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মঙ্গলজনক হবে কি-না তাও ভেবে দেখার বিষয়। পরিবর্তনেরও একটা সময় থাকে।

পাসের নম্বরের বিষয়টি আরো নমনীয় করা যায় কি-না সেটাই এখন বিবেচনায় আনা উচিত। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাস নম্বরের যে ধারা রাখা হয়েছে তাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস, খুব কমসংখ্যক ছাত্রই এই পদ্ধতিতে কৃতকার্য হবে। পরীক্ষায় নকল রোধের জন্য যেমন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া দরকার, তেমনি পরীক্ষায় যাতে সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করে বেরিয়ে আসতে পারে সেটাও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে নকল রোধ করা কতটা সম্ভব হবে জানি না, তবে এই পদ্ধতিতে যে অকৃতকার্য ছাত্রের তালিকা দীর্ঘতর হবে সেটা অনুমান করেই বলা যায়। কারণ, কি সরকারী, কি বেসরকারী প্রায় কোন স্কুলেই এখন আর আগের মত লেখাপড়া হয় না। লেখাপড়ার দায়িত্ব শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদেরও। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই আছেন যারা দায়িত্ব নিয়ে লেখাপড়া করান। অতএব, একতরফাভাবে শুধু ছাত্রদের ওপর দায়িত্ব চাপানোর কোন অর্থ হয় না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।